প্রথম আলো

তারিখ 01 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বিদেশি শিক্ষার্থীদের মারধর

এই দুর্বৃত্তদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক

ঢাকার আশুলিয়ার নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের হাতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মারধর ও হয়রানির যে অভিযোগ উঠেছে, তা খুবই গুরুতর। *প্রথম আলোর* খবর অনুযায়ী, নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজের ১৪ জন দেশীয় শিক্ষার্থী ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে চাঁদা দাবি করেছেন। বিদেশি শিক্ষার্থীরা চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁদের মারধর ও ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় থানা-পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বলে জানিয়েছে।

উল্লিখিত বিদেশি শিক্ষার্থীরা নেপাল ও ভারতের। দেশীয় শিক্ষার্থীরা তাঁদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে তাঁরা নিজ নিজ দূতাবাসে গিয়ে অভিযোগ করেন এবং দূতাবাসের হস্তক্ষেপে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ শহিদুল ও শাওন নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবদুল ওয়াহাব খান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. এমদাদুল হক গত বৃহস্পতিবার কলেজ পরিদর্শন করেন। এটাই কি যথেষ্ট?

বিদেশি শিক্ষার্থীরা আমাদের মেহমান। তাঁদের মারধর করা কিংবা নারী শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ। এর সঙ্গে কেবল ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, পুরো দেশের মানসম্মান জড়িত। যেখানে বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া সবার দায়িত্ব, সেখানে তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি কিংবা মারধর করা গর্হিত অপরাধ। যে বা যাঁরাই এই ঘৃণ্য কাজ করেছেন, তাঁদের শাস্তি পেতে হবে। ১৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাকিদেরও গ্রেপ্তার করে অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনা হোক।

এ ব্যাপারে নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষও দায় এড়াতে পারে না। বিদেশি শিক্ষার্থী মারধর ও ক্যাম্পাস থেকে তাঁদের বের করে দেওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় না হওয়া দুঃখজনক। এমনিতেই আমাদের দেশে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজারের সামান্য বেশি, যাঁদের অধিকাংশ নিজ দেশে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার সুযোগ না পেয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে থাকলে ভবিষ্যতে বাইরে থেকে কেউই আর বাংলাদেশে পড়তে আসবেন না। এ ব্যাপারে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।